গদ্য কাব্য রচয়িতা বানভট্ট

বানভট্ট সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন এবং মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি করেন বানভট্ট সতত উপাধি ছিল বাণী চক্রবর্তী রচিত হর্ষচরিত আত্মকথা জীবনকথা যেটুকু জানা যায় তাহলে এইরকম –
বৎস গোত্রীয় গ্রাম বানভট্টের আসল নাম ছিল দক্ষ তার পিতা চিত্রভানু ওমা তারা দেবীর আবির্ভাব কাল ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ কারণ তিনি হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন গল্প প্রিয় অস্থিরচিত্ত অন্যভাবে ছিলেন ।কিশোর বয়স থেকেই তিনি কু সঙ্গে পড়েন।
ফলে এক বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ পিতার অযোগ্য পুত্ররূপে বানভট্ট কিশোর বয়সে দেশান্তর দেখার কৌতূহলে কয়েকজন কবি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন তাকে ভালো করে উপহাস করে লেজকাটা বলদ বলতো যাকে মাতৃভাষায় বলতো একটু স্মরণ করে নেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে ভট্ট উপাধি যুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বানভট্ট।
ভবঘুরে বানভট্ট অল্প বয়স থেকে নানা দেশ দেখে নানা বিদ্যার চর্চা করে বহু জ্ঞানীগুণী সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন গৃহত্যাগ করলেও বানভট্ট বিদ্যাচর্চার বিরত ছিলেন না তাই পরবর্তীকালে তিনি 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' গদ্য কাব্য রচনা করেন।প্রথমটি ছিল আখ্যায়িকা দ্বিতীয় টি কথা এই দোকানে অসমাপ্ত রচনা জোরেই সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি অক্ষয় স্থান লাভ করেছেন 'চন্ডীশতক' নামে আরেকখানি রচনা তার নামে পাওয়া যায় একখানি নাটক তিনি লিখেছিলেন বলে শোনা যায় কিন্তু নাটকটির কোন সন্ধান মেলেনি কারো কারো মতে পার্বতী পরিণামে নাটকটিও বানভট্টের লেখা কিন্তু এ বিষয়ে প্রামানিক তথ্য পাওয়া যায়নি তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা 'হর্ষচরিত ' ও 'কাদম্বরী' ।
হর্ষচরিত বানভট্ট রচিত একখানি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম সমকালীন মানব চরিত্রের জীবনী রচনা

রচনা টি ৪ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বানভট্টের নিজের বংশ বর্ণনা করে আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যে এটি এক অভিনব ব্যাপার হর্ষচরিত আখ্যায়িকা আরম্ভ হয়েছে বানভট্টের রাজধানী লাভের পর থেকে অর্থাৎ জাতিসংঘের অনুরোধে বানভট্ট হর্ষচরিত রচনা শুরু করেন শ্রীখন্ড নামে একটি দেশের কথা দিয়ে।
হর্ষচরিত আখ্যায়িকা টিতে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক একটি চরিত্রের শৌর্যবীর্য মহত্ত্ব স্নেহপ্রীতি বিশেষ করে ভগ্নি প্রেমের সার্থক পরিচয় দিয়েছেন কবি সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজের চিত্র ধর্ম-কর্ম যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কোভিদ চিত্রাংকন নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক অংশ অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তবুও এটি প্রধানত কাব্য সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ অলংকরণের বন্ধনকে অতিক্রম করে এর যে আত্মা কাব্যরসের আস্বাদ।
বানভট্টের শ্রেষ্ঠ রচনা কাদম্বরী করতে রচিত রোমান্স তবে এটিও তিনি সমাপ্ত করে যাননি ভাব কল্পনা ও বর্ণনা সৌন্দর্যের বিপুল সমারোহ বানভট্টের কাদম্বরী কাব্য নেতাকে সংস্কৃত গদ্য রচয়িতাদের শিরোমনি করে তুলেছে। কাদম্বরীর কাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত পূর্বভাগ উত্তরভাগ প্রথম ভাবতে বানভট্ট রচনা দ্বিতীয়বার তার পুত্র ভূষণ ভট্ট অলিন্দের রচনা কাদম্বরী কথা জাতীয় গদ্য কাব্য। প্রথম কথা আরম্ভ হয়েছে রাজা শূদ্রকের ও সুখ বৈশম্পায়ন এর কাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় কথা চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতা কাদম্বরীর কাহিনী নিয়ে কাদম্বিনীর বিভিন্ন ধর্মের চিত্তাকর্ষক প্রেমের কাহিনী কাব্যের প্রধান উপজীব্য মূল কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে পুরাকাহিনি মূল কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র এনেছে।
সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কাদম্বরী ভাষার বিপুলভাবে রাজকীয় অস্বচ্ছতায় পরিপূর্ণতা কাব্য বানভট্ট কে শ্রেষ্ঠ রচয়িতা স্বীকৃতি দান করেছে ধ্বনিগত সচিত্র বর্ণনা চিত্রসহ কাব্যের অন্তর্গত অনির্বচনীয় তাকে অপূর্ব শিল্প সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে।

বানভট্টের অন্য কোন শক্তি চিত্রাংকন দক্ষতা রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী গ্রন্থ থেকে একটি চিত্রশালা বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃতে কোন কবিতা খাতে পারেননি।
খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে কিংবা সপ্তাহ থেকে দুইটি সুগন্ধ ওমানের রচনায় এই ধরনের কথাকাব্য বা গদ্য কাব্যের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রচনা চাতুর্য তাদের কথা কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট লক্ষ্য গদ্যের আকর্ষণ হলো কাহিনী বর্ণনার ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাদম্বরী একটি উৎকৃষ্ট কথা উনি বিরাজমান দীর্ঘ শব্দ বিন্যাসে প্রয়োজনীয় উপাদান সে বিষয়ে বাণভট্ট প্রশংসনীয়।